44021 - ইস্তগিফার ও রোযা রাখার মাধ্যমে বছর সমাপ্ত করার পরামর্শ কি দেয়া যায়?

প্রশ্ন

হজিরি বর্ষ শষে হওয়ার সময় নকিটবর্তী হলে এ ধরণরে মোবাইল-মসেজে এর ছড়াছড়ি শুরু হয় য, বছর শষে হওয়ার সাথে সাথে আপনার আমলরে খাতা গুটয়িে ফলো হব। এ মসেজেগুলোতে ইস্তগিফার করা ও রোযা রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়। এ ধরণরে মসেজেরে হুকুম কী? যদি বছররে শষে দনি সোমবার বা বৃহস্পতবিার পড়ে তাহলে সইে দনি রোযা রাখা কি বদিাত হব?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

সুন্নাহ-তে প্রমাণ রয়ছেে য, বান্দাদরে আমলসমূহ আল্লাহ্র কাছে পশে করার জন্য অনতবিলিম্বে উত্তোলন করা হয়। প্রত্যকে দনি দুইবার। রাতে একবার; দনিে একবার। সহহি মুসলমিে (১৭৯) আবু মুসা আল-আশআরি (রাঃ) থকেে বর্ণতি য, তনিি বলনে: একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঁচটি উক্তি নয়িে আমাদরে সামনে দণ্ডায়মান হলনে। তনিি বললনে: “নশ্চিয় আল্লাহ্ তাআলা ঘুমান না এবং ঘুমানো তাঁর জন্যে সমীচীন নয়। তনিইি মযিানকে নীচে নামান ও উপরে উঠান। তার কাছে দনিরে আমলরে আগে রাতরে আমল পশে করা হয় এবং রাতরে আমলরে আগে দনিরে আমল পশে করা হয়।”

ইমাম নববী বলনে: সংরক্ষক ফরেশেতাগণ রাত শষে হওয়ার পর দনিরে প্রথমাংশে রাতরে আমল নয়িে উপরে উঠে যায়্। এবং দনি শষে হওয়ার পর রাতরে প্রথমাংশে দনিরে আমল নয়িে উপরে উঠে যায়।

ইমাম বুখারী (৫৫৫) ও মুসলমি (৬৩২) আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে য, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: তোমাদরে কাছে পালাক্রমে একদল ফরেশেতা রাতে এবং একদল ফরেশেতা দনিে আসতে থাকনে। তারা (উভয় দল) ফজর ও আসররে সালাতে একত্রতি হন। এরপর যারা তোমাদরে মাঝে রাত্রি যাপন করছেলি তাঁরা ঊর্ধ্বলোকে চলে যান। এরপর তাঁদরে প্রতপিালক তাদরেকে জজ্ঞিসে করনে: -অথচ তনিি তাঁদরে চয়েে অধকি জ্ঞাত- ‘তোমরা আমার বান্দাদরে কি অবস্থায় রখেে এল?’ তখন তাঁরা বলনে আমরা যখন তাদরেকে রখেে আসি তখনও তারা সালাত আদায় করছলি। আর যখন তাদরে কাছে গয়িছেলিাম তখনও তারা সালাত আদায় করছলি।”

ইবনে হাজার (রহঃ) বলনে: এ হাদসিে দললি রয়ছেে য, দনিরে শষোংশে আমলগুলো উত্তোলন করা হয়। সে সময় যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আনুগত্যে থাকে তার রযিকি ও আমলে বরকত দয়ো হয়। আল্লাহ্ই ভাল জাননে। এই দুই ওয়াক্তরে নামায (অর্থাৎ

ফজররে নামায ও আসররে নামায) নয়িমতি আদায় করা ও গুরুত্ব দয়োর গূঢ় রহস্য এর ভত্তিতিহৈ।[সমাপ্ত]

সুন্নাহ-তে এ দললিও রয়ছেে য,ে প্রত্যকে সপ্তাহরে আমল দুইবারে আল্লাহ্ তাআলার কাছে পশে করা হয়।

ইমাম মুসলমি (২৫৬৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে য,ে তনিি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে তনিি বলনে: মানুষরে আমল প্রতি সপ্তাহে দুইবার পশে করা হয়। সোমবারে ও বৃহস্পতবিারে। তখন প্রত্যকে মুমনি বান্দাকে ক্ষমা করে দয়ো হয়; শুধু এমন ব্যক্তি ছাড়া যার মাঝে ও তার ভাই এর মাঝে বদ্বিষে রয়ছেে। বলা হয়: এ দুইজনকে রখেে দাও; যতক্ষণ না তারা ববিাদ মীমাংসা করে নয়ে।”

সুন্নাহ-তে এ দললিও রয়ছেে য,ে এক বছররে আমল এক সাথে শাবান মাসে আল্লাহ্র কাছে উত্তোলন করা হয়:

সুনানে নাসাঈ –তে উসামা বনি যায়দে (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে, আমি বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি শাবান মাসে যতবশেি রোযা রাখনে অন্য কোন মাসে আমি আপনাকে এত রোযা রাখতে দখেি না?! তনিি বলনে: এটি রজব ও রমযানরে মধ্যবর্তী এমন একটি মাস য মাস সম্পর্কে লোকেরো গাফলে। এ মাসে আমলগুলো রাব্বুল আলামীন এর কাছে উত্তোলন করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি য,ে আমি রোযা থাকা অবস্থায় আমার আমলগুলো উত্তোলন করা হোক।[আলবানি ‘সহহিুল জামে’ গ্রন্থে হাদসিটকিে ‘হাসান’ আখ্যায়তি করছেনে]

এ দললিগুলোর সার নর্যিাস হলো- বান্দার আমলগুলো আল্লাহ্র কাছে তনিভাবে উপস্থাপন করা হয়:

দনৈকি উপস্থাপন: দনিে দুইবার।

সাপ্তাহকি উপস্থাপন: সপ্তাহে দুইবার: সোমবারে ও বৃহস্পতবিারে।

বাৎসরকি উপস্থাপন: বছরে একবার শাবান মাসে।

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলনে: গোটা বছররে আমল শাবান মাসে উত্তোলন করা হয়; যমেনটি সংবাদ দয়িছেনে সত্যবাদী ও বশ্বিস্ত (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-অনুবাদক)। গোটা সপ্তাহরে আমল সোমবার ও বৃহস্পতবিারে পশে করা হয়। দনিরে আমল দনিরে শষেে রাতরে আগে উত্তোলন করা হয় এবং রাতরে আমল রাতরে শষেে দনিরে আগে উত্তোলন করা হয়। তাই দবিারাত্ররি এ উত্তোলন বাৎসরকি উত্তোলনরে চয়েে খাস। যখন আয়ুকাল শষে হয়ে যায় তখন গোটা জীবনরে আমল উত্তোলন করা হয় এবং আমলরে খাতা গুটয়িে রাখা হয়।[হাশয়িাতু সুনানে আবি দাউদ থকেে সংক্ষপেতি ও সমাপ্ত]

আল্লাহ্র কাছে আমল পশে করার সময়গুলোতে বশেি বশেি নকেে আমল করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার প্রমাণ রয়ছেে এ সংক্রান্ত হাদসিসমূহে। যমেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাবান মাসরে রোযার ব্যাপারে বলনে: “আমি পছন্দ করি আমার আমল আমি রোযা থাকা অবস্থায় উত্তোলতি হোক”।

সুনানে তিরমিযিতে (৭৪৭) এসছে- আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: "আমলগুলো সোমবারে ও বৃহস্পতবিারে উপস্থাপন করা হয়। আমি পছন্দ করি আমার আমল আমি রোযা থাকা অবস্থায় উপস্থাপন করা হোক"।[আলবানি 'ইরওয়াউল গালিল' গ্রন্থে (৯৪৯) হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

কোন কোন তাবয়েি বৃহস্পতবিারে নজিরে স্ত্রীর কাছে কাঁদতনে এবং তার স্ত্রীও তার কাছে কাঁদতনে এই বলে যে: আজ আমার আমল আল্লাহ্র কাছে পশে করা হচ্ছে।[ইবনে রজব 'লাতায়ফিুল মাআরফি' গ্রন্থে উল্লখে করছেনে]

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যা কছিু উল্লখে করছে িএতে সুস্পষ্ট হয়ছে যে, আমলরে খাতা গুটানো কংিবা আল্লাহ্র কাছে আমলগুলো উপস্থাপনরে সাথে কোন বছররে সমাপ্তি কংিবা সূচনার কোন সম্পর্ক নইে। বরঞ্চ শরয়ি দললিগুলো আমল উপস্থাপনরে অন্য কছিু সময় সুনর্দিষ্টি করছে। এবং দললিগুলো এটাও প্রমাণ করছে যে, এ সময়গুলোতে বশেি বশেি নকেরি কাজ করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আদর্শ।

শাইখ সালহে আল-ফাউযান বছররে সমাপ্তলিগ্নে বছর শষে হয়ে যাওয়ার কথা স্মরণ করয়িে দয়ো প্রসঙ্গে বলনে: এর কোন ভত্তিি নইে। বছররে শষোংশে নর্দিষ্টি কোন ইবাদত পালন যমেন- রোযা রাখা গর্হতি বদিাত।

সোমবার ও বৃহস্পতবিারে রোযা রাখার প্রসঙ্গে:

এ রোযা যদি কারো অভ্যাসগত হয় কংিবা এ দবিসদ্বয়ে রোযা রাখার ব্যাপারে যে উৎসাহ এসছে সে কারণে হয় তাহলে বছররে শষে দনি কংিবা শুরুর দনিে পড়লওে এমন রোযা রাখতে কোন বাধা নইে। তবে, শর্ত হচ্ছে- এই উপলক্ষকে কন্দ্রে করে যনে রোযাটা না রাখে কংিবা এই উপলক্ষে রোযা রাখার বশিষে মর্যাদা আছে এমন ধারণায় রোযা না রাখে।

আল্লাহ্ই ভাল জাননে।